توحيد

ঈমান আমাল দাওয়াহ সবর

কুরআন ও
সহীহ সুন্নাহভিত্তিক

তাওহীদুল্লাহ

www.tawheedullaah.com

توحيد

ঈমান আমাল দাওয়াহ সবর

কুরআন ও সহীহ
সুন্নাহভিত্তিক

ঈমান

(আক্বীদা)

তাওহীদুল্লাহ

www.tawheedullaah.com

এই দ্বীন ২টি জিনিষের দ্বারা পরিপূর্ণ।

১. কুর'আন ২.সহীহ সুন্নাহ

৪৫. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- (পরিপূর্ণ ঈমান) **এর শর্ত কয়টি ও কি কি?**

উঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে বললেও এই ৭টি শর্ত পূরণ না হলে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। শর্তগুলো হলঃ

১. **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এর অর্থ সম্পূর্ণভাবে বোঝা।
২. **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** তে সামান্যতম সন্দেহ প্রকাশ না করা।
৩. এখলাছ রেখে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** পড়া।
৪. মুনাফেকীভাব দূর করে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** পড়া।
৫. **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** কে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা।
৬. **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এর দাবি অনুযায়ী আমাল করা।
৭. **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এর জন্য আল্লাহর যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে চলা।

যেহেতু জাহেলী যুগের কাফের মুশরিকরাও **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** এর অর্থ জানতো কিন্তু তারা মানতো না তাই শুধুমাত্র মুখে মুখে **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বললেই ঈমান আসে না।**মনে রাখতে হবে,**

পরিপূর্ণ ঈমান = মুখে বলা x অন্তরে বিশ্বাস করা x আমাল করা।

এর একটিও যদি বাদ থাকে তাহলে সে ইসলামে প্রবেশ করতে

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক

ঈমান (আক্বীদা)

তাওহীদুল্লাহ

Web: www.tawheedullaah.com

Mail: **editor.tawheedullaah@gmail.com**

ভূমিকাঃ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি জ্বীন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় রসূল (সঃ) এর উপর যাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত দুনিয়ার উপর রহমত স্বরুপ। সুরা আলাক্বে আল্লাহ বলেন "**পড় তোমার রবের নামে**" তাই প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ফরজ। আর সর্বপ্রথম জানতে হবে **আল্লাহ** সম্পর্কে, স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে।কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ "**কিছু মানুষ জ্ঞান-প্রমাণ ও স্পষ্ট কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে**" *[সুরা হাজ্জঃ ৮]*

সঠিক আক্বীদার অভাবে একজন মুসলিমের কোন আমালই আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।এই বইটিতে মুসলিম জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু আক্বীদাগত মাস'আলা উল্লেখ করা হয়েছ যা জানা ওয়াজিব।

----------x----------

১. মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

উঃ মহান আল্লাহ তা'আলা আরশে আযীমের উপর অবস্থান করছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

অর্থঃ পরম দয়াময়, **আরশের উপর** সমুন্নত হয়েছেন।[১]

এছাড়াও সুরা→ আল-মু'মিননঃ ১১৬, আল-ফুরকানঃ ৫৯, আস-

১. [সুরা ত্বহাঃ ৫] ২. সহীহ মুসলিম

৪৩.আমাদের দেশে তথাকথিত অনেক আলেম ওলামা ও কিছু লোকেরা বলে- '*কুর'আন ও সহীহ হাদীস পড়লে আমরা বুঝতে পারবো না, এগুলো বড় বড় ইমাম, আলেম, আকাবীরদের কাজ*, এটা কি ঠিক?

উঃ না এটা একদম ভুল। মহান আল্লাহ সুরা ক্বমারে কুরআনের ব্যাপারে এই একই আয়াত ৪ বার বলেছেনঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"**আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?**"[৫০]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

"**এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।**"[৫১]

সুতরাং কুর'আন সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াত স্বরুপ তাই এই কিতাব জাতি,ধর্ম,বর্ন,গোত্র নির্বিশেষে সবাই বুঝে পড়তে পারবে।

৪৪.দ্বীন ইসলাম কি পরিপূর্ণ? কবে ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে? কয়টি জিনিসের মাধ্যমে এটি পরিপূর্ণ হয়েছে?

উঃ হ্যাঁ দ্বীন ইসলাম পরিপুর্ণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"**আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে**

৫০. [সুরা-ক্বমারঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০] ৫১. [সুরা-স্বদঃ ২৯] ৫২. [সুরা

একজন মুসলিমের জন্য প্রথম ফরজ কাজ হল "**তাওহীদ**" এর উপর জ্ঞান অর্জন করা। এভাবে ধাপে ধাপে তাকে দ্বীনের প্রত্যেকটি বিষয়ে জানতে হবে। মুসলিম কখনো মূর্খ হতে পারে না আর মূর্খরা কখনো মুসলিম হতে পারে না।

৪১. ঈমানের রূকন বা ভিত্তি কয়টি?

উঃ ঈমানের ভিত্তি মোট ৬টি। যথাঃ ১.আল্লাহ ২.মালায়িকা ৩. কিতাবসমুহ ৪. নাবী-রসূলগণ ৫. তাক্বদীর ৬. আখিরাত - এগুলোর উপর সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা।[৪৭]

৪২. আমাল কবুল হওয়ার শর্ত কি কি?

উঃ আমাল কবুল হওয়ার শর্ত ২ টিঃ

১. এখলাস.**[একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবাদাত করা তাঁর সাথে শরীক না করা]**

২. রসুল(সঃ) প্রদর্শিত ত্বরীকা, মত, পথ, নীতি অনুযায়ী আমাল করা।

কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থঃ অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুনজেনে রাখুন, এখলাস পূর্ণ এবাদাতই আল্লাহর জন্য।[৪৮]

তিনি আরো বলেনঃ

৪৭. বুখারী ৪৮. [সুরা-যুমারঃ ২-৩] ৪৯. [সুরা-হাশারঃ ৭]

সুতরাং যারা দাবী করে মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বা মু'মিনের ক্বলবে এ সবই মিথ্যা।

২. মহান আল্লাহর কি নিরাকার?

উঃ না তিনি নিরাকার নন। নিচে তাঁর বর্ননা দেয়া হল।

৩. মহান আল্লাহর কি চেহারা আছে?

উঃ জী আছে। আল্লাহ বলেনঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ O وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থঃ ভূপৃষ্ঠের উপর যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল।আর থেকে যাবে শুধু মহামহিমাময় ও মহানুভব আপনার রবের চেহারা।[৪৯]

তাছাড়া জান্নাতে মু'মিনেরা আল্লাহকে চেহারা সহ তারঁ নিজ আকৃতিতে দেখতে পাবেন।[সুরা কিয়ামাঃ ২২-২৩, সহীহ মুসলিম**]**

৪.মহান আল্লাহর কি হাত আছে?

উঃ জী আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীলঃ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

অর্থঃ আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি আমার **দুই হাতে** যাকে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সেজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?[৩]

৩. [সরা আর-রহমানঃ ২৬-২৭] ৪. [সরা-স্বদঃ ৭৫]

অর্থঃ আর আমি তোমার প্রতি মহব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে,যাতে তুমি আমার **চোখের** সামনে প্রতি পালিত হও।[৫]

৬. মহান আল্লাহর কি পায়ের গোড়ালি আছে?

উঃ জী আছে। আল্লাহর কথাই এর প্রমানঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

অর্থঃ সেদিন **গোছা পর্যন্তপা** খোলা হবে আর তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।[৬]

হাদিসে আছে, আল্লাহ যখন পাপীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন তখন জাহান্নাম বলবে, '**আরো কিছু আছে কি**?' আল্লাহ তার **নিজের পা মুবারাককে** জাহান্নামের উপর রাখবেন। জাহান্নাম বলবে, ব্যস ব্যস আর না যথেষ্ট।[৭]

৭.মহান আল্লাহর কি হাতের মুষ্টি রয়েছে?

উঃ জী আছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

অর্থঃ তারা আল্লাহকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর **মুষ্টিতে** এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর **ডান হাতে**।

৫. [সুরা- ত্বহাঃ ৩৯] ৬. [সুরা-ক্বলামঃ ৪২] ৭. বুখারীও মুসলিম ৮. [সুরা-যমারঃ ৬৭]

"যদি আমার কথাকে রসুল(সঃ) এর কথার বিরুদ্ধে দেখ তাহলে আমার কথাকে ছুড়ে ফেল (আমার তাক্বলীদ করো না) আর রসুল(সঃ) এর সহীহ হাদিস গ্রহণ কর"[৪৪]

এজন্য তাক্বলীদ করা সম্পূর্ণ হারাম এবং আমাদের অবশ্যই সহিহ হাদিস এর উপর আমাল করতে হবে।

৪০. মুসলিম নর-নারীদের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ- এখানে কোন জ্ঞান এর কথা বলা হয়েছে?

উঃ ইসলামে মুসলিম নর-নারীদের উপর **দ্বীনের** (সহিহ আক্বীদা ও আমাল)

জ্ঞান অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে।[৪০] আমাদের দেশে ঢালাওভাবে যে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করা ফরজ মনে করা হয় তা মূলত ভ্রান্ত ধারনা।

বরং শুধুমাত্র দুনীয়ার স্বার্থে জ্ঞান অর্জন বা যে কোন কাজ করা শিরক এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৪৪. আল হারাওয়ারী জাম্মাউল কালাম ৩য় খন্ড-পৃঃ ১,৪৬/ আল-ইকাজ আল ফোলানী পৃঃ ৫০/ আল-জামে'-ইবনু আবদিল বার ২য় খন্ড পৃঃ ৩২

প্রত্যেক দল এই আয়াতের প্রথম অংশটুকু কে দলিল হিসেবে পেশ করে নিজেদের দল ও মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।অথচ আসল কথা হল এই আয়াতের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা হল নিচের অংশ।

৩৮. আল্লাহকে কি খোদা /God/ঈশ্বর/ভগবান বলা যাবে?

উঃ না যাবে না। আল্লাহকে তারঁ দেয়া পবিত্র নামসমূহ ধরে ডাকতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নামসমূহ। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক।আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাকে বিকৃত নামে ডাকে, তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।[৪২]

৩৯. ইসলামে মাযহাব মানা ও তাক্বলীদ করা কি জায়েজ?

উঃ না, ইসলামে মাযহাব বলতে কিছু নেই। তাক্বলীদ করা হারাম। এজন্য মহান আল্লাহ বলেনঃ

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের (পীর, বুজুর্গ, ইমাম, নেতা, হুজুর) অনুসরণ করো না।

যদিও আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ৪ মাযহাবের একটির

তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ কারো মতো (সদৃশ্য) নন, কেউ তার মতো নয়। এগুলো কুদরাতি বা নুরানী হাত, পা, চেহারা বলার কোন দলিল নেই। [সুরা এখলাসঃ ৪] [সুরা শুরাঃ ১১]

আল্লাহর 'আকার' সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেনঃ **"আল্লাহর চেহারা ও নাফস আছেযেমনটা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বর্ণনায় আল্লাহর চেহারা,হাত, নাফসের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা তাঁর সিফাত(বৈশিষ্ট্য)। আমরা তাঁর ওই সকল বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত জানি না। তবে কেউ যেন আল্লাহর হাতকে কুদরতি হাত বা তাঁর নিয়ামত না বলে কেননা তাতে তাঁর সিফাত কে অস্বীকার করা হয়।[৯]**

৮. অনেকে আল্লাহর সাথে সৃষ্ট জীবের সাথে সাদৃশ্যতা, মিল খোঁজে এটা কি ঠিক?

উঃ না, আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্ট মাখলুকের সাদৃশ্যতা নেই-ই।আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের শক্তির মধ্যে কোন তুলনা হয় না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থঃ কোন কিছুই তাঁর **অনুরূপ** নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[১০] তিনি আরো বলেন," এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"[১১]

৯. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর রাখেন কী?

৯. [ইমাম আবু হানিফার, ফিকহুল আকবার পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯]

১০. দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কোন মানুষ বা মুমিন বান্দার পক্ষে স্বচোখে বা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা কী সম্ভব?

উঃ অবশ্যই না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي

অর্থঃ সে **(মুসা) বলল,** হে আমার রব,আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখবো। তিনি বললেন, তুমি আমাকে **কোনদিনো** দেখবে না।[১৩]

কোন মাখলুক এমন কি নাবী রসুলও আল্লাহ কে দুনিয়ার জীবনে দেখতে পাননি। সহীহ বুখারীতে এসেছে,আয়েশা(রাঃ) বলেছেন "**যে ব্যাক্তি বলবে মুহাম্মাদ(সঃ) আল্লাহকে দেখেছে সে বড় মিথ্যুক**"

অতএব যেসব নামধারী পীর, হুজুর বলে থাকে তারা বাস্তবে আল্লাহকে দেখতে পায় তারা চরম মিথ্যুক ও ভন্ড।

১১. মুহাম্মাদ(সঃ) কি সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আমাদের মত মাটির মানুষ নাকি তিনি নুরের তৈরি?

উঃ আমাদের রসুল(সঃ) মাটির তৈরি সাধারন মানুষ। আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

অর্থঃ বলুন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষআমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করা হয় যেতোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।

১৩. [সুরা-আরফঃ ১৪৩] ১৪.[সুরা কাহাফঃ ১১০]

২৫. অন্ধভাবে মাজহাব মানা। ২৬. ওরস পালন করা। ২৭. এমন **দু'য়া** বা দুরুদ যা হাদিসে নাই যেমনঃ দুরুদে হাজারী, দুরুদে লক্ষী, দুরুদে তাজ, ওজীফা এবং "আস্তাগ ফিরুল্লাহ **[রব্বি মিন কুল্লি জাম্বি ওয়া]**আতুবুইলাইক লাহাওলা ওয়ালা কুয়াত্তা ইল্লা বিল্লাহি 'আলিইল 'আজিম"...ইত্যাদি।

৩৬. কিভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি?

উঃ ৩ টি আমালের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারিঃ

(১) বিভিন্ন ধরনের সৎ আমাল দ্বারা। (২)মহান আল্লাহর সুন্দর ও গুনবাচক নামের দ্বারা। (৩) নেককার জীবিত ব্যাক্তির দু'আর মাধ্যমে।আল্লাহ বলেনঃ

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছেসুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং সেসব নামে তোমরা তাঁকে ডাক।"[১৪]

৩৭. দ্বীনী ব্যাপারে যদি মতপার্থক্য থাকে তাহলে তার ফায়সালা কিভাবে করতে হবে?

উঃ দ্বীনী ব্যাপারে যদি কোন মতভেদ হয় তাহলে তার ফায়সালার জন্য

আল্লাহর পবিত্র কুর'আন ও তাঁর রসুল(সঃ) এর সহীহ হাদিসের

৪০. [সুরা আরাফঃ ১৮০] ৪১. [সুরা নিসাঃ ৫৯]

অনেকে মানুষকে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। সুতরাং আমাদের দলিল সহকারে রসূল (সঃ) এর সহীহ হাদিস জেনে বুঝে আমাল করতে হবে।

৩৪. একজন মানুষ কি করলে মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

উঃ রসূল (সঃ) বলেনঃ

“একজন মানুষ মিথ্যুক হওয়ার জন্য এই যথেষ্ট সে যা শুনলো তাই প্রচার করলো” [সহীহ মুসলিম]

সুতরাং কোন কথা শুধুমাত্র হুজুগে শুনে তার উপর আমাল করা উচিৎ নয় বরং সহীহ দলিলের অনুসরণ আবশ্যক।

৩৫. আমাদের দেশে প্রচলিত কতিপয় বড় বিদ্আত কি কি?

উঃ ১. ঈদ-ই মিলাদুন্নবী ২. মিলাদ। ৩. শব-ই বরাত ৪. শব-ই মেরাজ। ৫. কুর’আন খানি ৬. মৃত ব্যাক্তির জন্য- কুর’আন পড়া, কুলখানি, চল্লিশা, দু’আর আয়োজন, সওয়াব বখশে দেয়া। ৭. জোরে জোরে চিল্লিয়ে জিকির করা। ৮. হাল্কায়ে জিকির। ৯. পীর-মুরীদি মানা । ১০.মুখে মুখে উচ্চারন করে নিয়্যাত পড়া। ১১. ঢিলা কুলুখ নিতে গিয়ে ৪০ কদম হাঁটা, কাঁশি দেয়া উঠা বসা করা নির্লজ্জতা। ১২.চিল্লা দেয়া। ১৩.এজতেমায় যাওয়া । ১৪. নামাজের পর জামাতের সাথে হাত তুলে মুনাজাত কর। ১৫. কবরে হাত তুলে দূ’আ করা। ১৬.খতমে ইউনুস, তাহলীল, খতমে কালিমা, বানানো দরুদ পড়া। ১৭. ১৩০ ফরজ মানা ১৮. ইলমে তাসাউফ বা সূফীবাদ মানা। ১৯. জন্মদিন, মৃত্যুদিবস

এটা বিশ্বাস করত যে তিনি মাটির তৈরি সাধারন মানুষ। সুতরাং মুহাম্মাদ(সঃ) নুরের নাবী বা “নুরুম মিন নুরুল্লাহ” (আল্লাহর নুরের অংশ) ইত্যাদি এসব কথা শিরকী এবং তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ।

১২. অনেক বই পুস্তকে লিখা আছে, এছাড়া আমাদের দেশের খ্যাতিমান আলেম, বক্তারা ওয়াজ মাহফিলে বলে থাকেন যে, *‘মুহাম্মাদ(সঃ) কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেন না।’* **এটা কি ঠিক?**

উঃ উপরের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কুরআন ও সহীহ হাদিসে এর কোন দলিল নেই।আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ শুধুমাত্র আমার এবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি করেছি।[১৫]

১৩. আমাদের নাবী(সঃ) কি গায়েবের খবর রাখতেন?

উঃ না, আমাদের নাবী(সঃ) গায়েবের খবর কিছুই জানতেন না। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কোন উপকার এবং

১৫.[সুরা যারিয়াতঃ ৫৬] ১৬.[সুরা-আরফঃ ১৮৮]

বাস্তবতার আলোকে আমরা এ কথা বলতে পারি রসুল(সঃ) যদি গায়েবের কথা জানতেন তাহলে বিভিন্ন যুদ্ধে ও বিপদে তিনি আগে ভাগে জেনে নিরাপদে থাকতে পারতেন।

১৪. অনেকেই নামধারী পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলীয়াদের জান্নাতে যাওয়ার ওসীলা মনে করে,পীর ধরা ফরজ মনে করে পীরের হাতে বায়াত করেন এটা কি জায়েজ?

উঃ এটা জায়েজ নয়। কেননা ইসলামে পীর-মুরিদী বলতে কিছুই নাই। তাই পীরদের হাতে বায়াত করে মুরীদ হওয়া বিদ'য়াত।

আল্লাহ বলেনঃ

অর্থঃ আর সে দিনের ভয় কর!যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন **সুপারিশও কবুল হবে না**; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম **সাহায্যও পাবে না**।[১৭]

১৫. আমাদের দেশে অনেক বক্তারা বলেন ও অনেক বইয়ে লিখা আছে- '*হায়াতুন্নাবী* বা নাবী (সঃ) কবরে জীবিত আছেন- এটা কি ঠিক?

উঃ এটা বিশ্বাস করা বড় শিরক। রসুল(সঃ) মারা গিয়েছেন।আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

অর্থঃ (মহাম্মাদ!) তুমিও মরণশীল, তারাও মরণশীল।[১৮]

বিদা'আতে সায়্যিয়াহ (নিকৃষ্ট বিদ'আত) বলেতে কিছুই নেই। সুতরাং বিদ'য়াত থেকে আমাদের সাবধান হতে হবে।

৩১. মীলাদ, ঈদ-ই মিলাদুন্নাবী-এসব পালন কি জায়েজ? যদি জায়েজ না হয় তাহলে আমাদের আলেম ওলামারা এসব পালন করেন কেন?

উঃ মীলাদ, ঈদ-ই মিলাদুন্নাবী-এসব বিদ'য়াত ও নাজায়েজ কাজ। কারন এর পক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসুল(সঃ) এর পক্ষ থেকে কোন দলিল নেই।

আমাদের সাহাবী, তাবেয়ীগণ ও বিখ্যাত ইমামদের কেউ এসব করেন নি।

৩২. বিদ'য়াতী কাজের পরিনতি কী কী?

উঃ বিদ'য়াতী কাজের পরিনতি হল **৩টি**। ১. ঐ বিদ'য়াত যুক্ত আমালটি বাতিল হবে। ২. বিদ'য়াতি ব্যাক্তি আল্লাহর লা'নাতপ্রাপ্ত। ৩. গোমরাহীর ফলে বিদ'য়াতীকে জাহান্নামে যেতে হবে।

রসুল(সঃ) বলেনঃ "যে ব্যাক্তি ইসলামে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল যা তার মধ্যে নেই তা বাতিল।"[৩৮]

রসুল(সঃ) আরো বলেছেনঃ "আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা থেকে সাবধান থেকো! নিশ্চয়ই ইসলামে প্রত্যেক নতুন বিষয় বিদ'য়াত, প্রত্যেক বিদ'য়াতই পথভ্রষ্টতা, প্রত্যেক

২৮. কোন কোন জিনিষের ওসীলা করে আল্লাহর নিকট চাওয়া নিষেধ?

উঃ যে সব জিনিষের ওসীলা করা যাবে না তা হলোঃ
(১) মৃত ব্যাক্তির ওসীলা (২) অনুপস্থিত জীবিত ব্যাক্তির ওসীলা (৩)পীর- মুর্শিদ অলী-আউলীয়া ও নাবী-রসূল দের মর্যাদা দিয়েও ওসীলা করা।

২৯. আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে কি কসম করা জায়েজ?

উঃ এটা সম্পূর্ণ হারাম ও শিরক, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামের কসম করা বা শপথ করা জায়েজ না। রসূল (সঃ) বলেনঃ

"যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম/শপথ করলো সে শিরক করলো অথবা কুফুরী করলো-

৩০. বিদ'য়াত কি বা কাকে বলে?

উঃ পারিভাষিক অর্থে বিদ'য়াত অর্থ নব-আবিষ্কার। কিন্তু শারঈ ভাষায় বিদ'য়াত হলো "আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশায় দ্বীনের নামে নতুন কোন আমল বা প্রথা, কথা ও বিশ্বাস চালু করা, যা ইসলাম এ সহীহ দলিলের ভিত্তিতে নেই।"[৩৬]
কোন কিছু বিদ'য়াত জানার মূলনীতি হলঃ
১.কোন বিষয় বা প্রথা বা আমাল নতুন প্রচলন যা নাবী (সঃ) ও তার সাহাবাদের যুগে ছিল না।

বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।"[৩৭] তখন উমার(রাঃ) বুঝতে পারলেন যে মুহাম্মাদ(সঃ)সত্যিসত্যি মৃত্যুবরণ করেছেন এ থেকে বোঝা যায় সাহাবারাও (রাঃ) জানতেন নাবী(সঃ) মৃত্যুবরণ করবেন।

১৬. আল্লাহ দুনিয়াতে অসংখ্য নাবী ও রসূল পাঠিয়েছেন কি জন্য?

উঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে অসংখ্য নাবী ও রসূল পাঠিয়াছেন, তাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে অর্থাৎ তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আর শিরক করা থেকে বিরত থাকার জন্য। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত পরিহার কর।"[৩৮]

১৭. ইবাদাত কি? ইবাদাত কি কালেমা, নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ?

উঃ ইবাদাত অর্থ প্রকাশ্য বা গোপনীয় ঐ সকল কাজ করা, কথা বলা ও বিশ্বাস করা যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। ইবাদাত শুধু

(হারাম কাজগুলো) আল্লাহ খুশি হন। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করাই ইবাদাত।

১৮. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়/জঘন্য পাপের কাজ কোনটি?

উঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে **জঘন্য** পাপের কাজ শিরক। আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থঃ যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হল বড় যুলুম।[২২]

১৯. শিরক কত প্রকার ও কি কি?

উঃ শিরক ৩ প্রকারঃ

১. *শিরকে আকবার* ২.*শিরকে আসগার* ৩. *গুপ্ত শিরক*

মহান আল্লাহ বলেনঃ

"[হে মুহাম্মাদ!]আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না,যে তোমার ভাল করবে না এবং মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ করতাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"[২৩]

কতিপয় শিরকের তালিকা

২২. [সুরা লুকমানঃ ১৩] ২৩. [সুরা ইউনুসঃ ১০৬]

২৫. আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মান্নত বা কসম করা কি জায়েজ?

উঃ না, এটা জায়েজ নয়। কেননা আল্লাহর কথাই এর দলিলঃ

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا

"এমরানের স্ত্রী যখন বলেছিল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা রয়েছে নিশ্চই আমি তা খালেসভাবেআপনার জন্য মানত করলাম।"[৩২]

২৬. যাদুর বিধান কি? যাদুকরদের শাস্তি কি?

উঃ যাদুর বিধান হলঃ কাবীরা গোনাহ, আর কখনো কুফুরী। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকর মুশরিক আবার কাফেরও হয়। আবার কখনো ফিতনা সৃষ্টির জন্য ফাসেক হয়। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

".শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যাশিক্ষা দিত.।"[৩৩]

২৭. গনক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েব এর খবর জানে? এবং তাদের কথা কি বিশ্বাস করা জায়েজ?

উঃ না, গনক ও জ্যোতিষীরা গায়েব এর খবর কিছুই জানে না। কুর'আনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

৩২. [আলি-ইমরানঃ ৩৫] ৩৩. [সুরা-বাকরাঃ ১০২] ৩৪. [সুরা নামলঃ ৬৫] ৩৫.আহমাদ/আবু-দাউদ

উঃ হ্যাঁ যাবে। কেননা কুরা’আনে রয়েছেঃ

“...যে তাঁর[মুসা (আঃ)]নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্যচাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল”। [২৯]

২৪. বিভিন্ন ধরনের রোগ,বালা,মুসীবাত,বিপদ-আপদ বদ নজর থেকে মুক্তির জন্য- *ধাতু দ্বারা নির্মিত আংটি,পাথর, তাগা, বালা,সূতা,কায়তন, টিপ, সোনা, রূপা, কাপড়ের টুকরা, মাদুলি, লোহার বালা,ব্রেস্লেট, আজমীরি সূতা, মাটির দলা, ইলিংসের বালা, কুরআনের আয়াত দ্বারা নকশা একে বা আয়াত কাগজে লিখে তাবিজে-তুমারে ব্যবহার করা, তাবিয-কবয বানিয়ে যেকোন জায়গায় বা শরীরে ঝুলানোর*ব্যাপারে বিধান কি?

উঃ এগুলো সব শিরক ও নাজায়েজ। আল্লাহর কথাই এর দলিলঃ

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন্দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেনতবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই।আর যদি কোন কল্যাণদ্বারা স্পর্শ করেন, তাহলে তিনিই তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান”। [৩০]

সুতরাং এসব ঝুলিয়ে কোন লাভ তো হবেই না বরং শিরক হবে এবং এ কারণে জাহান্নামে যেতে হবে।

২৯ [সূরা কাসাসঃ ১৫] ৩০ [সূরা আনআমঃ ১৭] ৩১ মুসনাদে

৬. পীর ফকির কে সম্মান করে তার কাছে সন্তান, ব্যবসায় ভালো ও উন্নতি চাওয়া, তাক্বদীর ফেরানো।

৭. স্বলাতে দাঁড়ানোর মত অন্যের সামনে বা স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা পেশ করা।

৮. সমস্যা-মুসীবাত দূর করার জন্য তাগা, বালা, পাথর, রিং, তাবিয, কবচ, সুতা, নকশা ইত্যাদি ব্যবহার করা।

৯.গাছ, পাথর, কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদি অক্ষমদের কাছে চাওয়া বা তাদের বরকত মনে করা।

১০.শাফায়াত লাভের আশায়-পীর,হুজুর,ইমামদের কাছে মুরীদ হওয়া,অন্ধ অনুসরণ করা।

১১.যাদু করা, শিখা ও যাদুকরদের সম্মান করা।

১২.গনক, ভবিষৎবক্তাদের কাছে যাওয়া।

১৩.কুসংস্কার, অশুভ আলামত যেমন – [কুকুর ডাকলে মানুষ মারা যায়, হাত চুলকালে টাকা আসে...ইত্যাদি] বিশ্বাস করা।

১৪.রাশি, ভাগ্য-গণনা, সংখ্যায়, তারকা-নক্ষত্র দিয়ে ভাগ্য যাচাই।

১৫.ইবাদত এর ক্ষেত্রে অন্যকে ভয় বা লজ্জা করা [মানুষ কি বলবে?? যদি নামাজ পড়ি তাহলে কি চাকুরী থাকবে, দাড়ি রাখলে তো অন্যেরা হাসে! ইত্যাদি]

১৬. প্রানীর ছবি, মূর্তি, প্রতিমূর্তি, কার্টুন আঁকা।

১৭. শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য ও স্বার্থে কাজ করা [যেমন পড়াশুনা

২০.আল্লাহর নামে নাম রাখা [রাব্বি, রহমান, রকিব, রহিম, গাফফার, খালেক ইত্যাদি] ।

২১.আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম কাটা [আমার মায়ের কসম, কুরআনের কসম, নাবীর কসম...]

২২.সময়,বাতাস,প্রকৃতি,গাছপালা,পানি,বন্যা-দুর্যোগ ইত্যাদি কে গালি দেয়া।

২৩. মাজার-কবরে ফুল দেয়া, শিন্নি, টাকা দেয়া, সম্মান করা, অলীদের ভয় করা ও তাদেরকে অন্ধভাবে মেনে নেয়া।

২৪. কথায় কথায় “যদি” ব্যবহার করা [যেমনঃ যদি ঐ লোকটা না থাকতো তাহলে আমরা মরে যেতাম, যদি আমি না আসতাম তাহলে ওটা হোত না! তুমি যদি না থাকতে তাহলে আজ সর্বনাশ হয়ে যেতো, ডাক্তার যদি না থাকলে সে বাচঁতো না...]

২৫.রসূল (সঃ) কে নুরের নাবী, জিন্দা নাবী, আলেমুল গায়েব মনে করা।

২৬.মৃত ব্যাক্তির (এমনকি নাবী রসূল, অলীদের) ওসীলা দেয়া।

এছাড়াও অনেক প্রকার শিরক রয়েছে।

২০. বড় শিরকের মাধ্যমে মানুষের কি পরিনতি হবে?

উঃ বড় শিরক এর মাধ্যমে মানুষের সব সৎ আমাল নষ্ট হয়ে যায়। জান্নাত হারাম হয়ে যায়, জাহান্নাম এ চিরকাল থাকতে হবে।

২৪. [সুরা যুমারঃ ৬৫]

মহান আল্লাহ তা’আলা আরো বলেনঃ

“...নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে,অবশ্যই আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করেদিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে আগুন আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই”।[২৫]

২১. শিরকযুক্ত আমাল কী আল্লাহ কবুল করবেন?

উঃ না শিরকযুক্ত আমাল আল্লাহ তা’আলা কখনো কবুল করবেন না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

“...[হে নাবী!]যদি আল্লাহর সাথে শরীক করেন,তবে আপনার সমস্ত আমাল নষ্টহবে এবং আপনিঅবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।”[২৬]

২২. মৃত অলী-আউলিয়া বা নাবী-রসূল দ্বারা এবং অনুপস্থিত জীবিত ব্যাক্তি দ্বারা কি ওসীলা করে দু’আ করা যায়?

উঃ এরুপ ওসীলা করে দু’য়া করা হারাম। মহান আল্লাহর বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

“আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক,তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা”।[২৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

“তোমরা তাদেরকে আহবান কর যাদেরকে উপাস্য মনে করতে

২৫. [সুরা মায়িদাঃ ৭২]　২৬. [সুরা যুমারঃ ৬৫]　২৭. [সুরা আরাফঃ ১৯৪]　২৮. [সুরা সাবাঃ ২২-২৩]